Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ জানুয়ারি, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২ সংখ্যা ৯ জানুয়ারি, ২০১৭, সোমবার, ২৪ পৌষ, ১৪২৩

মাটি উৎসবের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ জানুয়ারি, বর্ধমান : শুরু হল 'মাটি উৎসব' সাধনপুরে দুই বছরে পা দেওয়া এই উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আয়োজক বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তারা হিমসিম খাচ্ছেন উৎসবকে ভালোভাবে রূপায়িত করতে। নোট বাতিলের ধাক্কায় বাজেট নাকি কমেছে। কিন্তু তা কেউ টের পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। মন্ত্রী-আমলাসহ কেষ্টবিষ্টু নেতারা তো থাকছেনই, চুনো-পুঁটিরাও বাদ যাচ্ছেন না। স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, কলেজ ছাত্র-ছাত্রী, সরকারি, আধা সরকারি কর্মচারীদের বাস বোঝাই করে জড়ো করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লক থেকে নাকি ২০টি করে বাস এসেছে। কাছের ব্লকগুলি থেকে লোক আনা হচ্ছে আরো বেশি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কর্মীদের কাছে দিনটি বাহিত হয়েছে পিকনিকের মেজাজে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে দায়িত্বে ছিলেন নাকি ১২০০ পুলিশ কর্মীর সঙ্গে তিন হাজার জবরদস্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার। শহর সংলগ্ন সাধনপুর থেকে কালনা রোডস্থিত জেলা বীজ খামার যাওয়ার রাস্তার দুধারে দশ হাত অন্তর অন্তর সাজানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর 'মাটি' কবিতার পঙক্তিতে সজ্জিত ফ্লেক্স কাঠামো। গতবারের দশটি স্টলের জায়গায় এবার স্টলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ে ১১৬টিতে। কুড়িটি স্টল এক বণিকসভার।

প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের ধাক্কাতেও মুখ্যমন্ত্রীর শিল পোতার বহর কমেনি। ৬৯৮ কোটি টাকার ৬৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন ৩১৬ কোটি টাকার আরও ৬৫টি প্রকল্পের শিল্যানাস হল উৎসব মঞ্চ থেকে। ২১ জন পেলেন 'মাটি-সম্মান'। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, মলয় ঘটক, স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, মুখ্যসচিব এবং জেলাশাসক। এক কথায় নোট কাণ্ড নিয়ে দিল্লির প্রতি বিষোদগার করে বর্ধমানে তিনি আজ বললেন, ''সাধারণ মানুষ আজ হয়ে গেছে চোর, আর চোর হয়ে গেছে সাধু''। অর্থাৎ সাড়ে সাত মন তেল পুড়ল, রাধাও নাচল—কিন্তু কাজের কাজ কী হবে জানা গেল না।

রানিগঞ্জে বইমেলা

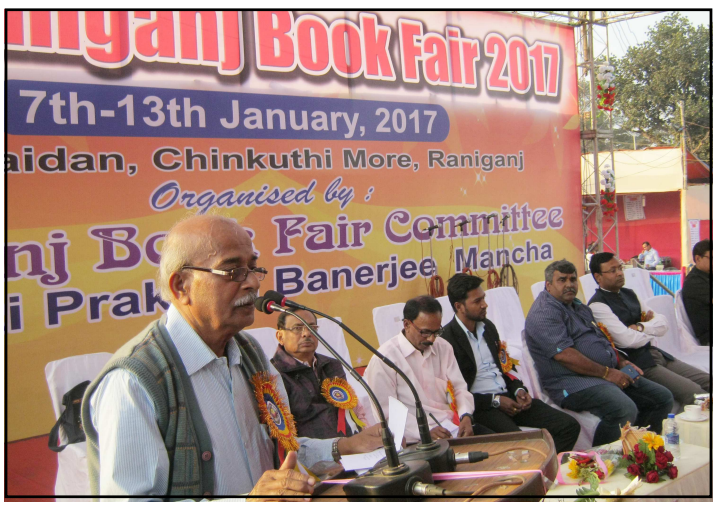

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : শুরু হলো ২৬তম রানিগঞ্জ বইমেলা। চিনাকুঠি ময়দানে বইমেলা চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এন বি এ, দে'জ পাবলিকেশন, আনন্দ প্রকাশনী সহ হিন্দি, উর্দু ও অলচিকি ভাষায় প্রায় পঞ্চাশটি বুক স্টল মেলায় হাজির হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন ভাষায় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে বইমেলায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সৌমিত্রমোহন, আসানসোল পৌর নিগমের মহানাগরিক জিতেন্দ্রকুমার তেওয়ারি, রানিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তথা বইমেলা কমিটির সভাপতি রুনু দত্ত প্রমুখ।

সেচের জল নিয়ে সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ জানুয়ারি : ইংরাজি বছরের শুরুর প্রথম দিনটিতে কৃষিজমিতে সেচের জলের ভাগাভাগি নিয়ে মেমারির বড় পলাশন- ২ অঞ্চলের বারোয়াড়ি গ্রামে সংঘর্ষ বাধল দু-দল গ্রামবাসীর মধ্যে। ঘটনার জেরে তিন জন গুরুতর জখম হয়েছে। প্রথমে বচসা তারপরে সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশকে হাজির হতে হয়। দফায় দফায় সংঘর্ষের জেরে প্রথম অবস্থায় পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। গ্রামের মানুষ-জন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পরে পুলিশের বিশাল বাহিনি এসে পৌঁছলে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকে আটক করেছে। এদের মধ্যে মহিলাও আছেন। আজ ২ জন মহিলাসহ মোট ২১ জনকে পুলিশ আদালতে পাঠায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বারোয়াড়ি মৌজার কুড়ারি গ্রামের কাছে জমিতে মেহের মল্লিক নামে এক ব্যক্তির সাবমার্সিবেল পাম্প আছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পাম্পের জলে প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে সেচের কাজ চলে আসছিল। ইতিমধ্যে জামির হোসেন নামে অপর এক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে চাষিদের সেচের জল দেবার পরিকল্পনা করে। দুই পাম্পের জল ভাগাভাগি নিয়ে গন্ডগোল বাধে চাষি পরিবারগুলির মধ্যে। দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যেই তৃণমূল কর্মী ও নেতা রয়েছেন।

ক্ষতিপূরণের দাবি জানালো কৃষকসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৪ জানুয়ারি : গলসীতে বিষমদে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯। প্রথম দিন মারা গিয়েছিলেন ৬ জন। গুরুতর অসুস্থ ২২ জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ মদের দোকানের মালিক আন্না বাউরিকে আটক করলেও আদালতে না পেশ করায় প্রশ্ন উঠেছে সে উপযুক্ত শাস্তি পাবে কিনা! সংবাদে প্রকাশ সে শাসক তৃণমূল দলের সক্রিয় কর্মী।

অসুস্থরা গত ১ জানুয়ারি মদ খেয়েছিল। পরদিন দুপুর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাদের পুরষা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে কালো বাউরি নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সে মদের দোকানের মালিকের পরিবারের সদস্য। অভিযোগ তার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একে একে মৃত্যু হয় সঞ্জয় রুইদাস (৩২), কালু রুইদাস (৪৫), রবীন্দ্রনাথ দাস (৪৭), সনাতন বাউরি (৪৩) এবং কেষ্ট বাউরি (৪৮)-র। কেষ্ট বাউরির বাড়ি গলসী থানার করকনা গ্রামে। বাকি সকলেরই বাড়ি রামগোপালপুরে।

এতগুলি মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নামে। সি পি আই (এম) নেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সৈয়দ হোসেন, কমল সরকার প্রমুখ মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ও চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। কৃষকসভার পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বর্ধমান জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি উদয় সরকার, সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক ও কৃষক নেতা সেখ সিরাজুল প্রমুখ।

পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়, নবম মৃতের বাড়ি আউসগ্রামের জামতাড়া গ্রামে। মদ খেয়ে সে বাড়ি ফিরলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। প্রচণ্ড ক্ষোভে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা দলবদ্ধভাবে গলসী থানায় এসে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি করে। তারা গলসী ১ নং বিডিও অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ জানায় ও ডেপুটেশন দেয়। সংশ্লিষ্ট প্রধানের বিরুদ্ধেও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে।

দুর্গাপুরকে বাঁচানোর লড়াই তীব্র হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৬ জানুয়ারি : শিল্পনগরী দুর্গাপুর ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন শিল্প আসা দূরে থাক, ইস্পাতনগরীর চলতি রাষ্ট্রায়ত্ত বা বেসরকারি প্রায় সমস্ত কারখানাই সংকটে পড়েছে। এ পর্যন্ত ৬ টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও সাধারণ ২২ টি কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সরকার দুর্গাপুর কেমিক্যালসের ১০০ শতাংশ বিলগ্নীকরণ ও ডিপিএল-এর কোকওভেন বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে দেশের কেন্দ্রের মোদী সরকার 'মহারত্ন' স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সেইল)-এর বিশেষ ধরণের ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা 'অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট'সহ 'সালেম' ও 'ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট'কে 'স্ট্রাটেজিক সেল' করতে চেয়ে নিলামে চড়াতে চেয়েছে এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ করেনি। এমনিতেই দুর্গাপুরে অবস্থিত কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন, শ্রমিক পরিবারগুলির অবস্থা অবর্ণনীয়। অথচ দুর্গাপুরের সমগ্র অর্থনীতি শিল্প নির্ভর। এই শিল্পাঞ্চলের ওপর নির্ভর করে বর্ধমান জেলা সহ রাজ্যের অর্থনীতি।

আশার কথা 'অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট' ও 'দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা' বাঁচাতে দুর্গাপুরে, সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, বি এম এস, টি ইউ সি সি, এ আই ইউ টি ইউ সি ইত্যাদি শ্রমিক সংগঠনগুলি যৌথ কনভেনশন করে এ বিষয়ে লড়াই-আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উপলক্ষে বেনাচিতি বাজারের কাইজার মোড়ে অনুষ্ঠিত এক পথসভায় আগামী ৯ জানুয়ারি মহকুমা শাসকের দপ্তরে (সিটি সেন্টার) গণ-অনশন ও আগামী ১৮ জানুয়ারি অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পর্যন্ত মহামিছিল সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-এর পক্ষে মলয় ভট্টাচার্য, স্বপন মজুমদার, নিমাই ঘোষ ও তাপস মাজি। আই এন টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে মণিলাল সিংহ ও অসীম সাহা এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-এর পক্ষে বাবলা ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন গণ-আন্দোলনের নেতা তরুণ বাগচী।

পরিবারের বোঝা বৃদ্ধা হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ জানুয়ারি : পরিবারের বোঝা এক বৃদ্ধাকে রাতের অন্ধকারে হাসপাতালের সামনে ফেলে যায় বাড়ির লোকজনেরা। বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৭০ বছর। চার দিন হাসপাতালের বাইরে পড়ে থাকা বৃদ্ধা ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বয়ং হাসপাতালের সুপার-ই তার হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। ঘটনা কালনা মহকুমা হাসপাতালে। সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বারুই জানান, ঠাণ্ডায় পড়ে থাকা বৃদ্ধা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। সুস্থ হলে, পরিচয় জানার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নোট বাতিল কাণ্ডের প্রতিবাদে পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৫ জানুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মেমারি-১ মধ্য লোকাল কমিটির উদ্যোগে মেমারি ৩নং ওয়ার্ডের সুলতানপুর মোড়ে নোট বাতিল কাণ্ডের প্রতিবাদে সাধারণ গরিব মানুষের হয়রানির জন্য একটি পথসভার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক প্রশান্ত কুমার, মনিষা চক্রবর্তী, অনুপম ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রশান্ত কুমার বলেন, রাজ্যে নারদা-সারদা কেলেঙ্কারিতে যে সমস্ত সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, নেতা-নেত্রীর নাম জড়িয়েছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। গতকাল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোজভ্যালি কাণ্ডে সি বি আই গ্রেপ্তার করায় রাজ্য জুড়ে তৃণমূল দল তাণ্ডব শুরু করেছে। শুধু কলকাতায় নয় রাজ্যের বাইরেও এই তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন, এই বিক্ষোভ সন্ত্রাস চলবে। এ সবের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে সংগঠিত হতে হবে।

নতুন চিঠি

৯ জানুয়ারি, ২০১৭

দরিদ্রের আরো দারিদ্র বৃদ্ধি ঘটাবে

ব্যাঙ্কে নিজেদের আমানতে টাকা তোলার বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। স্বাভাবিক কৃষিকাজ ব্যহত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ মুকুব করতে হবে। রেগার বরাদ্দ দ্বিগুণ করে নথিভুক্ত সকলকে কাজ দিতে হবে। ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জীবিকা হারানোদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা লেনদেনে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলির রাজস্ব ক্ষতির জন্য কেন্দ্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ডিজিটাল লেনদেনে যাওয়ার জন্য কোনো জোর খাটানো চলবে না। সমস্ত রেশন কার্ড গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে হবে, আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার শর্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

নোট বাতিলের জেরে জনগণের দুর্দশার অবসানের দাবিতে উক্ত দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনে নামছে সি পি আই (এম)। দেশব্যাপী প্রতিবাদের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের ঘোষণার পর দেশের অর্থনীতির বড় অংশের ক্ষতি হয়েছে, কোটি কোটি মানুষ জীবিকা হারিয়ে দুর্দশায় পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো পঞ্চাশ দিন পার হলেও অবস্থা স্বাভাবিক হয়নি। বরং মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেড়েছে, তাই এই আন্দোলনের কর্মসুচি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কালো টাকা, দুর্নীতি, জাল টাকা, সন্ত্রাসবাদকে টাকা জোগানোর মোকাবিলা হবে এতে। কিন্তু তা হয়নি। ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা পড়লো তার চূড়ান্ত হিসেব এখনও জানানো হয়নি। পাশাপাশি নতুন নোটেই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হচ্ছে। সরকারের উচ্চস্তরে যে দুর্নীতি রয়েছে তার প্রমাণ এটা। দুর্নীতির অবসানের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপে নতুনতর এবং আরো উচ্চমাপের দুর্নীতির রাস্তা তৈরি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

বিজেপি সরকারের দু বছরে দেশের বিত্তশালীদের হাতে থাকা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪৯ শতাংশ বেড়ে ৫৮.৪ শতাংশে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় নোট বাতিলের প্রক্রিয়া ধনীদের আরো ধনী হওয়া এবং দরিদ্রের আরো দারিদ্র বৃদ্ধি ঘটাবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় একজন ছাত্রসহ দু জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জানুয়ারি : পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একজন ছাত্রসহ দু জনের মৃত্যু হল। মৃত ছাত্র সুদীপ ঘোষ (২১)-এর বাড়ি কালনা শহরের জাপট কালীতলায় এবং প্রদীপ রায় (৩৫)-এর বাড়ি কালনা ২নং ব্লকের পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছাপুর গ্রামে। পেশায় ট্রাকটর চালকের হেল্পার প্রদীপ রায় ট্রাকটরে লোহার রড বোঝাই করে নিয়ে কালনা থেকে টোলা গ্রামে যাচ্ছিল। বেলা ১১ টা নাগাদ সিঙ্গেরকোন বাজারের কাছে ট্রাকটরের ট্রলিটি পালটি খেলে প্রদীপ রায় তার তলায় চাপা পড়ে। বদ্যিপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে। আগের দিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাঠরত ছাত্র সুদীপ ঘোষ বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। তার বাইকের সঙ্গে একটি স্কুটির সংঘর্ষ হয়। স্কুটিচালক নিতাই বারুই এবং সুদীপকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওদের কলকাতার হাসপাতালে রেফার করা হয়। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে গতকাল রাত্রে সুদীপের মৃত্যু হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. অটোমেটিক ডিজিটাল কম্পিউটারের জনক কাকে বলা হয়? তিনি কবে জন্মান?
২. 'বিবেক শিলা' কোথায় অবস্থিত? স্বামী বিবেকানন্দ কবে সাঁতার কেটে গিয়ে সেখানে ধ্যানমগ্ন হন?
৩. কে প্রথম আবিষ্কার করেন পৃথিবী ও গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?
৪. জলাতঙ্কের টিকা কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম?
৫. কোথায় কবে প্রথম 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়? কে কে সঙ্গীতে অংশ নেন?
৬. ইরান দেশটির আগে কী নাম ছিল? কবে পরিবর্তন হয়?
৭. কলকাতায় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল'-এর কবে উদ্বোধন হয়? কে করেন?
৮. বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের কবে কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল? কাদের কত সৈন্য নিহত হয়?
৯. দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কবে কার দ্বারা উদ্বোধন হয়েছিল? উৎপাদন কবে থেকে শুরু হয়?
১০. নদীয়ায় কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কবে কার দ্বারা উদ্বোধন হয়?
১১. কানাডা দেশের আবিষ্কারক কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম?
১২. ভারত সরকার ২০১৬ সালকে কোন বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছিল? এল.পি.জি গ্যাস সম্বন্ধে কী ঘোষণা করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

২০১৬ সালের সালতামামি

মে-২০১৬

মে ২. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় , সমাজবিজ্ঞানী আশিস নন্দী, চিত্রশিল্পী অঞ্জলি এলা মেনন ও বেহালাবাদক এল সুব্রহ্মনমকে সাম্মানিক ডি.লিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মে ২. আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল সৌরজগতের বাইরে পৃথিবীর মতো তিনটি গ্রহ আবিষ্কার করেন।

মে ৩. ৩ বছরের স্নাতককোর্স শেষ করতে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

মে ৩. ত্রিপুরার আগরতলা থেকে শিলচর পর্যন্ত প্রথম ব্রডগেজ ট্রেন চালু হয়।

মে ৩. বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করার পরিকল্পনা নেয় সৌদি আরব সরকার।

মে ৬. কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সব বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যোগ শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

মে ৬. বিশ্বে কার্বন প্রভাবমুক্ত দেশের স্বীকৃতি পায় ভুটান।

মে ৬. ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার-এর বিজ্ঞানীরা এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার ফলে প্রতিদিন ৬.৩ মিলিয়ন পরিমাণ সমুদ্রের জল খাওয়ার যোগ্য করা সম্ভব হবে।

মে ৮. চীন সরকার রীবন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে চীনা ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করে।

মে ৯. পাকিস্তানে ৬ জন তালিবান জঙ্গির ফাঁসি কার্যকর হয়।

মে ১০. এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হন কোচবিহার মাথাভাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শৌভিক বর্মন (৬৮৩ নম্বর)।

মে ১৩. বিশ্বের প্রবীণতমা মহিলা সুজানা মুসাত জোন্স (১১৬) প্রয়াত হন।

মে ১৪. ভালো কাজের স্বীকৃতিতে ফালাকাটার অখ্যাত গাঁয়ের স্বাস্থ্যকর্মী রীতা রায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার পান। পুরস্কার দেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

মে ১৪. এবছর রবীন্দ্ররত্ন সম্মান পান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেন।

মে ১৪. এবছর আনন্দ পুরস্কার পান কবি সুধীর দত্ত।

মে ১৭. এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হন পঞ্চসায়র শিক্ষানিকেতনের ছাত্র স্বাগতম হালদার (৪৯৫)।

মে ১৭. এবছর ম্যাস বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্যিক হ্যান ক্যাং।

মে ১৮. বিশিষ্ট সঙ্গীতকার ও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী প্রয়াত হন।

মে ১৯. ৩০টি আসনের মধৌ ১৫ আসনে কংগ্রেস ও ২টি আসনে ডি.এম.কে জিতে পদুচেরিতে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস-ডি.এম.কে দল।

মে ১৯. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২১১টি আসনে জিতে যায় তৃণমূল কংগ্রেস দল।

মে ১৯. ১২৬টি আসনের মধ্যে ৬০টি আসনে জিতে অসমে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি দল।

মে ১৯. ১৪০টির মধ্যে ৫৮টি আসনে জিতে কেরলে সরকার গড়তে চলেছে সিপিআই(এম) দল।

মে ২১. এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটার্স-এ প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায় উষ্ণায়নের কারণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ৫টি দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মে ২৩. তামিলনাড়ুতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আবার শপথ নেন জয়রাম জয়ললিতা।

মে ২৩. ভারত, থাইল্যান্ড ও মায়ানমার একটি ১৪০০ কিমি দীর্ঘ হাইওয়ে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

মে ২৪. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ২ স্তরেই পাঠ্যক্রমে এবার 'যোগা' পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

মে ২৫. অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বিজেপি দলের সর্বানন্দ সোনওয়াল।

মে ২৫. ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

মে ২৬. মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার দেশের সব পাবলিক বাসে প্যানিক বাটন ও ক্লোস সার্কিট ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

মে ২৮. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে চতুর্থ পর্যায়ে আরো ২৫টি ফাইল প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার।

মে ২৯. পরীক্ষামূলকভাবে উত্তরপ্রদেশের বেরিলি থেকে মোরাদাবাদ পর্যন্ত স্পেনীয় প্রযুক্তিতে তৈরি উচ্চগতিসম্পন্ন ট্রেন 'ট্যালগো' চালানো হয়।

মে ৩১. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে তামাকহীন জেলা ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মে ৩১. উত্তর আফগানিস্তানে এক যাত্রীবোঝাই বাসে গুলি চালায় তালিবান জঙ্গিরা। ১৬ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়।

জুন-২০১৬

জুন ১. কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ৬৫০টি ডাকঘরকে নগদ ব্যাঙ্ক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়।

জুন ২. আমেদাবাদের বিশেষ আদালত 'গুলবার্গ' হত্যাকাণ্ড মামলায় ২৪ জনকে দোষীসাব্যস্ত এবং ৩৬ জনকে বেকসুর খালাস করে। এই হত্যাকাণ্ডে প্রাক্তন সাংসদ এহেসান জাফরি সহ ৬৯ জন মারা যান।

জুন ৪. বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা বক্সার মহম্মদ আলি (৭৪) প্রয়াত হন।

জুন ৫. বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ (১০৪) প্রয়াত হন।

জুন ৬. ক্যান্সার সহ ৫৬টি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম কমায় কেন্দ্রীয় সরকার।

জুন ৯. মেট্রোয় শৌচালয় চালু করার নিদেশ দেয় মানবাধিকার কমিশন।

জুন ১৩. জাপানে বিশ্বের প্রথম রোবট হোটেল তৈরি করে। এখানে সব কাজই রোবটরা করবে, নাম দেওয়া হয়েছে 'হেন-না'।

জুন ১৫. ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে আফ্রিকা মহাদেশের আইভরি কোস্টের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্যাঁ কোয়া' পুরস্কার দেওয়া হয়।

জুন ১৬. ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নৌ ট্রানজিটের সূচনা হয়। দুদেশের প্রধানমন্ত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

জুন ১৯. কানাডায় মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তিদের আত্মহত্যার সহায়ক বিল পাস হয়।

জুন ২০. দিল্লি থেকে বেনারস ৭৮২ কিমি রেল পথে ছুটবে বুলেট ট্রেন। সময় নেবে মাত্র ২ ঘন্টা ২০ মিনিট!

জুন ২৩. ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ ঘোষিত হন অনিল কুম্বলে।

জুন ২৪. ব্রিটেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে গণভোট দেয়।

জুন ৩০. ভূমি থেকে আকাশে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার নতুন ক্ষেপণাস্ত্র এম আর এস এ এম (৪০ কিমি দূরের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পারে) সফল উৎক্ষেপণ হয়।

জুন ৩০. সুইজারল্যান্ডের ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের ১২০ কোটি সুইস ফ্রাঁ অর্থাৎ ৮,৩৯২ কোটি টাকা আছে বলে জানায়।

জুলাই-২০১৬

জুলাই ১. ঢাকার অভিজাত গুলশন এলাকায় হোলি অর্টিসান বেকারি নামে রেস্তরাঁয় পণবন্দি করে জঙ্গিরা। ২০ জন মারা যায় আহত ৩০ জন।

জুলাই ৩. ইরাকের বাগদাদে জোড়া বিস্ফোরণে অন্তত ১৩১ জন মারা যায় এবং আহত ২০০ জন।

জুলাই ৩. ভারতীয় রিজার্ভব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর হারুন আব খান অবসর নেন। দায়িত্বে আসেন এন এস বিশ্বনাথন।

জুলাই ৪. প্রতিবন্ধীদের জন্য সব ধরনের সরকারি চাকরিতে ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

জুলাই ৭. বাংলার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান গোপাল বসুকে জীবনকৃতি সম্মান দেয় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল।

জুলাই১০. মাঝ সমুদ্রে প্রবল দুর্যোগের হাত থেকে ৭ জন মৎসীজীবকে বাঁচিয়ে ইন্ডিয়ান মার্চেন্ট নেভির ক্যাপ্টন রাধিকা মেনন ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন পুরস্কার পান।

জুলাই১৩. জাপানের সম্রাট অকিজিতো আগামী বছর সিংহাসন ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন।

জুলাই১৪. ব্রিটেনে ফের মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন থেরেসা মে।

জুলাই১৪. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার মিশন-এর পক্ষ থেকে শান্তি ও সেবারত্ন পুরস্কার পান।

জুলাই১৫. ফ্রান্সের জনপ্রিয় পর্যটন শহর নিসেতে অস্ত্র বোঝাই জঙ্গি ট্রাক দ্রুত চালিয়ে ৮৪জনকে বিষে মারে। জখম হন ১০০ জনের বেশি মানুষ।

জুলাই১৭. অরুণাচলের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন পেমা খাণ্ডু।

জুলাই১৮. এবছর ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ফ্রিডম সম্মান পান ভারতীয় সাংবাদিক মালিনী সুব্রহ্মণ্যম।

জুলাই২০. প্রথম ভারতীয় হিসাবে এবছর বিশ্বের সেরা সুদর্শন যুবকের খেতাব মি. ওয়ার্ল্ড জেতেন হায়দ্রাবাদের রোহিত খান্ডেলওয়াল।

জুলাই২৪. চীন বিশ্বের বৃহত্তম উভচর বিমান তৈরি করে। এটি ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত হবে।

জুলাই২৭. সৌরশক্তি চালিত প্রথম বিমান সোলার ইম্পালস-২ বিশ্ব ভ্রমণ শেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে ফিরে আসে। ২০১৫ সালে ৯ মার্চে যাত্রা শুরু করেছিল।

জুলাই২৮. বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (৯১) প্রয়াত হন।

জুলাই৩০. তুর্কমেনইস্তান তাদের দেশ বিড়ি-সিগারেট সহ সবরকম তামাকজাত নেশার জিনিস বিক্রয় নিষিদ্ধ করে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

শিক্ষা-ক্ষমতা-পরিবর্তন : প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

প্রবীরদাস ঘোষ

শিক্ষা হল একটি গতীয় (dynamic) এবং জটিল প্রক্রিয়া, সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে যার নিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলে। একই সাথে সমাজ পরিবর্তনেও এর যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। এদিক থেকে একটি নিরবচ্ছিন্ন, গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার তাৎপর্য হল এই যে, শিক্ষা ব্যক্তির সামাজিক, মানসিক চাহিদা পূরণ করে এবং ব্যক্তি ও সমাজকে সমন্বিত করে।

মৌলিকস্তরে শিক্ষার সঙ্গে ক্ষমতার একটি সূক্ষ্ম সংযোগ রয়েছে। পিয়ের বোর্দু (Pierre Bourdieu) বলেছেন, শিক্ষার কাজই হল 'সাংস্কৃতিক পুনঃসৃজন'। যদিও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শিক্ষা সমাজের সব অংশের সংস্কৃতিকে সঞ্চারিত করে না। প্রভাবশালী শ্রেণি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ— সেটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক, যাই হোক না কেন— সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত, গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম হয়। তাই বোর্দু বলেন : শিক্ষার কাজই হল ক্ষমতার অসম বন্টনকে বৈধতা দেওয়া। সেহেতু প্রচলিত শিক্ষা পরিবর্তনের হাতিয়ার নয়; প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাসকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে।

উল্লেখ্য যে, এই পরিবর্তন কোনো শাসক শ্রেণি বা শাসনক্ষমতার পরিবর্তন নয়। শিক্ষার মূল একক তথা শিক্ষার্থীদের শাসনক্ষমতার পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। এটা ধরে নিয়েই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বলপ্রয়োগ, দাঙ্গা, সন্ত্রাসের আবহ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, অথবা যথার্থ শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থী নিজেরাই এর শরিক হতে চায়। এই বাস্তবতা কতটা সঠিক পরিবর্তনের দিশারী হবে সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ তারাও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শিকার। তারা প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির অংশভাক নয়, হবেও না কখনো।

ইভান ইলিচ (Ivan D. Illich) শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য তথা 'কতকগুলি কাজে বিশেষ দক্ষতা' এবং 'মননের মুক্তি'-র কথা বলেছেন, যার কোনটাই প্রচলিত শিক্ষা করে না। ব্রাজিলীয় তাত্ত্বিক পাওলো স্কায়ের এমন এক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন যা মানুষের চেতনাকে আরও বিস্তৃত করবে, আরও ধারালো করবে—যাকে তিনি বলেছেন, 'কনসিয়েনটাইজেশান'; যার পরিণতিতে ব্যক্তির প্রকৃত মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। পাওলো এই মানবমুক্তির পরিবর্তনকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে মনে করেন।

মননশীল, সংবেদনশীল শিক্ষাবিদগণ ও চিন্তাবিদগণ শিক্ষার উক্ত মূল লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অনুসন্ধানের প্রয়াসে অবিরত নিয়ত রয়েছেন সমগ্র ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিরতাময় সাম্প্রতিক পরিবেশে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে প্রশ্ন— আমরা কোন্ পথে চলেছি! যা চলছে তাতে কার লাভ হবে? প্রতিটি ব্যবস্থাতেই শিক্ষার মূল একক শিক্ষার্থীদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের মূল একক শিক্ষকসমাজকে ক্ষমতা অর্জন ও সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের যাঁতাকলে দ্রুত উবে যাচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গে আইনসভায় চলতি অধিবেশনে ''পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০১৬'' আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যতটুকু জানা গেছে, বিলের কিছু বিষয়ে অনেক শিক্ষাবিদ সহমত পোষণ করেন। যদিও সামগ্রিকভাবে বিলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। বেতন দিলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে শাসক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ কাম্য কিনা, বেতন দিলেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের 'পাবলিক সার্ভেন্ট' হিসাবে আখ্যা দেওয়া যাবে কিনা— এ নিয়ে বিতর্ক আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ অবরুদ্ধই থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বোঝে না বা তাদের বোঝানোর কোনো প্রয়াস নেই যে, শাসন ক্ষমতা অর্জন বা সংরক্ষণে তারা যেভাবে হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়, তা যেমন মানবমুক্তির চেতনার বিস্তৃতি ঘটায় না; আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তির পথ কী, তা নিয়েও চিন্তাবিদগণ গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। পাওলো নির্দেশিত 'কনসিয়েনটাইজেশান' অধরাই থেকে গেছে।

একটি বালুকাবেলায় যারা করে খেলা

তপোময় ঘোষ

নদী থেকে বালি তোলা নিয়ে এই সময়ে বেশ হৈচৈ চলছে। সারা রাজ্যে মরা-বাঁচা প্রায় সব নদী থেকেই যে বালি তোলা চলছে তার অধিকাংশই নাকি অবৈধ। আর যেহেতু অবৈধ তাই প্রশাসনিক তৎপরতা থাকবে। এই তৎপরতা নাকি গত সপ্তাহ থেকে আরও বাড়ল, কারণ কল্যাণী-বাঁশবেড়িয়ার ঈশ্বর গুপ্ত সেতু ধসে যাওয়ায় বালি তোলার একটি প্রত্যক্ষ ক্ষতি সবার নজরে চলে এসেছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করে দিয়েছেন। ফলে জেলা প্রশাসনগুলি, বিশেষত বর্ধমান জেলা প্রশাসন 'প্রচণ্ড কড়া' পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভুক্তভোগী আমরা জানি, মুখ্যমন্ত্রীর ওই হম্বিতম্বি এবং তার ভয়ে প্রশাসনের এই অভিযান অভিযান খেলা খুবই সাময়িক এবং লোক-দেখানো একটি হাস্যকর ব্যাপার। একথা বলার কারণ, গত ২০১৫ সালের ২১ জুলাই, শাসকদলের শহিদ দিবসের সমাবেশে নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী চেতাবনী দিয়ে বলেছিলেন, যারা বালি খাদান এবং সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত, তারা যেন ওইসবই করেন, দল করতে হবে না।

আর এই ঘোষণার পরও জেলায় জেলায়, বিশেষত বর্ধমান জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করে। পাঠকদেরও স্মরণে আছে রায়না-খণ্ডঘোষ দামোদরের চরে বালি তোলা রুখতে এমন সব পদক্ষেপ নেওয়া হল যে, পাড়ে সি সি টিভি বসানো হয়েছিল।

পুজোর আগে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হতে সে কী তোড়জোড়! তখনকার সংবাদপত্রের পাতা খুললেই তা দেখা যাবে। আবার সেরকম একটা উদ্যোগ শুরু হওয়ায় পাঠকরা বেশ মজা পাচ্ছেন। মজা এজন্য যে, পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে একটা প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব লুকোচুরি খেলার সীমানা ছাড়িয়েছে। সে কথা ভিন্ন।

বালি তো আজ আর বালি নয়, নগদ টাকা। এই মুহূর্তে শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে বালির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমীক্ষা, গবেষণা ও নানান প্রতিবেদনে প্রকাশিত যে, এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ৪০ বিলিয়ন টন বালি ব্যবহৃত হয়। এর অর্থনৈতিক মূল্য কয়েক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বালি তোলার জন্য ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ মুছে গেছে। বালি তোলার পরিবেশগত ক্ষতি রুখতে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম বালি রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। (সূত্র : ফ্রন্টলাইন, ৭ আগস্ট, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৫)

'ওয়াশিংটন পোস্ট' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মহারাষ্ট্রের সমাজকর্মী সুসাইরা আবদুলালি জানিয়েছেন, ''চীন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারত হল বিশ্বের তৃতীয় দেশ, যেখানে দেশের ৯ শতাংশ মানে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অর্থনৈতিক কাজ-কারবার শুধুমাত্র নির্মাণশিল্পেই।'' (সূত্র : ফ্রন্টলাইন, ৭ আগস্ট, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৫)। হ্যাঁ, ভারত এখন রিয়েল এস্টেট বিজনেস তথা নির্মাণশিল্পেই বাড়বাড়ন্ত। আর সবই ধুঁকছে।

আর এই নির্মাণশিল্পের অন্যতম উপাদান এই বালি বা স্যান্ড। বালি ছাড়া পাকা নির্মাণ ঢালাই-কংক্রিট কিছুই হবে না। কংক্রিটের জন্য সিমেন্ট-পাথর-বালি আর জল লাগে। জল বাদ দিলে বালি-ই সহজপ্রাপ্য উপাদান। কিন্তু নির্মাণশিল্প তথা রিয়েল এস্টেট বিজনেস এখন ভারতের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, তাই তার উপাদান বালিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বালিখাদানে বালি তোলার শ্রমিক, পরিবহনে যুক্ত শ্রমিক, নির্মাণশিল্প বা রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কর্মসংস্থানের একটা ভালো মাধ্যম এই বালি। বালি প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়, নদীমাতৃক এই দেশে ছোট বড় মাঝারি নদীর জ্যান্ত-মরা খাতে, সমুদ্রের খাঁড়িতে, উপকূলে প্রচুর বালি পাওয়া যায়। সে বালিতে এখন কেউ কেউ পুঁজির গুড় মিশিয়ে আরও মিষ্টি করতে চাইছে। বিপদ এখানেই।

বালি তোলার জন্যে কোনোরকম নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, চলতি কথায় যাদের বালি-মাফিয়া বলা হচ্ছে, তারা মূলত দেশের বালি লুঠ করছে। এই মহল কতটা শক্তিশালী তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ হল, চলতি সপ্তাহে, যখন তামিলনাড়ুর মুখ্যসচিব রামমোহনের বাড়িতে হিসাববহির্ভূত প্রচুর টাকাকড়ি সোনাদানা পাওয়া গেল। খবরে প্রকাশ, রামমোহনের এক পুত্র বিবেকের বন্ধু শেখর রেড্ডির নাম জড়িয়েছে। এই শেখর রেড্ডি নাকি তামিলনাড়ুর বিখ্যাত বালি মাফিয়া। এই বালি মাফিয়াদের সঙ্গে দুর্গাশক্তি নাগপালের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বালি মাফিয়াদের লড়াই তো বিখ্যাত হয়ে আছে।

শুধু তামিলনাড়ু বা উত্তরপ্রদেশ নয়, সারা ভারতের সমস্ত রাজ্যে আজ বালি-মাফিয়ারা চরম সক্রিয়। সক্রিয় হওয়ার কারণ তো সেই অর্থনৈতিক। দেশের বিখ্যাত ইংরাজি পত্রিকা 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকার গতবছরের ৭ অগস্ট সংখ্যা থেকে জানতে পারছি, আত্তা গুজরান গ্রামের প্রধান জানাচ্ছেন, ''বালি খাদানের কারবার খুব আকর্ষণীয় (লুক্রেটিভ)। রাত্রে আমাদের নদী চরে ২০০-৪০০ ট্রাক নামে। যেন মেলা বসে যায়। একটা ট্রাক লোড করলে পাওয়া যায় ৫০০০-৬০০০ টাকা। কৃষকরা সুদ্ধ চাষ ছেড়ে নদীতে নেমে বালি তুলছে।''

পশ্চিমবঙ্গে চিত্রটাও আলাদা কিছু নয়। এখানেও হাজার হাজার কৃষিমজুর এই বালি পাচারের কারবারে নিযুক্ত। শহরে গিয়ে নির্মাণশিল্পী হওয়া তো আছেই, তার আগেই নিজ নিজ গ্রামে, বা গ্রামের কাছে থেকে রোজগার করা তাদের কাছে একটা সুযোগও।

কারণ কৃষি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সেখানে যন্ত্র এসে প্রতিদিন তাদের কাজ কাড়ছে। ফলে খাদানে নামতে বাধ্য হয়েছিল কৃষিমজুর। এখন খাদানেও নানান যন্ত্রপাতি। ট্রাক্টর-ট্রাক-জেসিবি-পোকল্যান্ড-পাইপ-নল-পাম্প এসব যন্ত্রপাতি। এখানেও দ্রুত কাজ হারাচ্ছে মজুররা। হেন যন্ত্র নেই যা বালি তোলাতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমাদের অজয়ের চর কি ব্রিজের নিচে আগে মজুররা গাড়ি ভরতো, এখন তা করে জেসিবি মেসিন। ফলে সার্থক মল্লিক, বকর মিঞারা কাজ হারিয়েছেন।

এখানে গত ২০ ডিসেম্বর মধ্যরাতে হানা দিয়ে পুলিশ ৮৪টি বালির লরি ধরে আটক ও বাজেয়াপ্ত করেছে। যারা ধরা পড়েছে, তারা সবাই গরিব ট্রাক চালক, খালাসি, অথবা ট্যাক্টরের ড্রাইভার। যারা এইসব কারবারের চাঁই, তারা কিন্তু ধরা পড়েনি। পড়বেও না।

আচ্ছা, নদীবক্ষে এই যে বালি, তা তোলা কি সত্যিই খুব অন্যায়? না। ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি তুললে পরিবেশের তথা দেশেরই উপকার। নদীর গতিপথের বাধা দূর হয়, বন্যার প্রবণতা কমে, নদীর জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। তাই নদীবিজ্ঞানীরা পরিমিত বালি তোলার পক্ষে।

এ বিষয়ে দেশে সুস্পষ্ট আইনও আছে। আগে এই আইন ছিল দেশের খনি ও খনিজ পদার্থ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৫২ অনুযায়ী। অর্থাৎ কোনো ঠিকাদার ইজারা নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কৃষককে রাজি করিয়ে তাকে রীতিমতো রয়্যালটি দিয়ে বালি তুলতে পারবে। (সূত্র : ফ্রন্টলাইন, ৭ আগস্ট, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৬) পরবর্তীকালে দেশে 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি) পাশ হওয়ার পর এ বিষয়ে বিধিনিষেধ আরো জোরদার হয়েছে। শয়ে শয়ে মামলা দেশের বিভিন্ন আদালতে জমছে।

দেশের পরিবেশকর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদ করছে। এদের কারো কারো প্রাণহানিও ঘটেছে। ওই যে উত্তরপ্রদেশের আই এ এস দুর্গাশক্তি নাগপালের উল্লেখ করলাম, যে ঘটনায় ওনাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, তা তো পলেরাম চৌহানকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের প্রতিবাদ করায়। বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে লড়ছেন সুমাইরা আবদুলারির মতো সমাজকর্মীরা। উত্তরাখণ্ডে স্বামী শিবানন্দর আন্দোলনের চাপে সেখান মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত বালিখাদানে মাইনিং বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। মধ্যপ্রদেশ সরকারের নতুন খনিনীতির প্রতিবাদ করছেন সেখানকার আন্দোলনকারীরা। আমাদের রাজ্যে আন্দোলনকারীদের চাইতে মাফিয়াদের ক্ষমতা এই মুহূর্তে বেশি। কারণ এই মাফিয়ারা সবাই শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। যদিও দিদি বলছেন, ''কে কোথায় নদী থেকে বালি তুলে নিচ্ছে, আপনারা জানতে পারছেন না। এর সঙ্গে আমার দলের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকে, প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'' (সূত্র : মুকুটমনিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬)

কিন্তু এ রাজ্যের বাস্তবতা কী বলে? কার ঘাড়ে গটা মাথা যে এই শাসকঘনিষ্ঠ বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। সুতরাং বেআইনি বালি খাদান চলছে চলবে। আর প্রশাসনের কিছু নিচু স্তরের কর্মী তাদের জীবন বিপন্ন করে রুখবার চেষ্টা করবেন, আর এক শ্রেণি হাত মিলিয়ে বখরা নেবেন। প্রশ্ন হল : আমরা কি শুধুই দেখে যাবো, না কি কিছু করব?

নাবালিকা বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৬ জানুয়ারি : নাবালিকা বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো বধূর বাপের বাড়ির লোকজনরা। বেধড়ক পিটিয়ে জখম করা হয়েছে শাশুড়িকে। ঘটনা বর্ধমানের জামালপুর থানার চকদিঘী পঞ্চায়েতের অধীন সিদ্ধেশ্বরীতলা গ্রামে। মৃত বধূর নাম পূজা মালিক (১৬)। শ্বশুরবাড়ির ঘরে সিলিংয়ে গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা তার দেহ উদ্ধার হয়। একথা জানার পর বাপের বাড়ির লোকজন ও জামালপুরের ইলসাড়া গ্রামের মামার বাড়ির আত্মীয়রা ট্রাক্টর ও মোটর ভ্যানে চড়ে বিকেলে পৌঁছায় বধূর শ্বশুরবাড়িতে। অভিযোগ এরাই শ্বাশুড়িকে বেধড়ক পেটায় ও পূজার স্বামী প্রসেনজিত মালিকের বাড়িতে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর করে। জামালপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনি গ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। শাশুড়িকে জামালপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্বামী ও শ্বশুর সহ মোট ১১ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে পেশ করা হয় আদালতে। বিচারক সকলের জামিন না মঞ্জুর করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দক্ষিণ শুড়া সিদ্ধেশ্বরীতলা গ্রামের বাসিন্দা মালিক পরিবার। প্রসেনজিত পেশায় রাজমিস্ত্রি। মাত্র দেড় মাস আগে মেমারির কৃষ্ণপুর গ্রামের নাবালিকা পূজার সাথে তার বিবাহ হয়।

ছাত্রীর উপর অ্যাসিড হামলায় আরো এক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৫ জানুয়ারি : ছাত্রীর উপর অ্যাসিড হামলায় আরো এক অভিযুক্তকে গতকাল গভীর রাত্রে পূর্বস্থলী ও নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চরকুমরীপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম সুকান্ত বাগচী, জানা গেছে সে তৃণমূল দলের সক্রিয় কর্মী। অ্যাসিড হামলায় অভিযুক্ত এই যুবককে আজ কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য গত ১১ ডিসেম্বর গভীর রাতে বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর উপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করা হয়। ওই ছাত্রীর সাথে তার মা-ও জখম হয়। পরদিন পূর্বস্থলী থানায় ছাত্রীর বাবা চার জন অভিযুক্তের নামে লিখিত অভিযোগ জানালে প্রথমে গৌরব মণ্ডল ও তার বাবা গৌরাঙ্গ মণ্ডল, দু-জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরা স্থানীয় তৃণমূল নেতা নিতাই মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় গ্রামে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত তিন জন অভিযুক্ত ধরা পড়লো। অপর দিকে গুরুতর জখম ছাত্রীটি প্রথমে কালনা মহকুমা হাসপাতাল, তারপর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়। বর্তমানে কলকাতায় এস এস কে এম হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

বাইক আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৫ জানুয়ারি : সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ এক বাইক আরোহীকে একটি বালি বোঝাই লরি ধাক্কা মারলে লরির পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির নাম সুদেপ রানা (৪৭)। বাড়ি হাট শ্রীধরপুর। পেশায় সে কাঠ ব্যবসায়ী ছিল। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি চেকপোস্টের মোড়ে। সুদেপ রানা পেট্রোল পাম্পে তেল নিয়ে জি টি রোডে উঠতেই বালি বোঝাই লরিটি তার বাইকে ধাক্কা মারে। তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় মানুষ রাস্তা অবরোধ করলে জট তৈরি হতে শুরু করে। পুলিশ এসে ওই অবরোধ তুলে দেয়। মৃতদেহ পুলিশ থানায় নিয়ে আসে। দুপুরে মৃতদেহ বর্ধমান হাসপাতালে পাঠানো হয়। লরিসহ চালককে আটক করা হয়েছে।

১ জানুয়ারি শহিদ সফদর হাসমির স্মরণে রানিগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে অনুপ মিত্র।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সিদ্দিক আনসারী পিতা-প্রয়াত রমজান আনসারী গ্রাম-বামুনিয়া পোঃ হিজলনা, বর্ধমান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার কন্যার প্রকৃত নাম সাফিরুন খাতুন। কিন্তু কন্যা সাফিরুন খাতুন-এর জন্ম শংসাপত্রে পিতা হিসাবে আমার নাম সিদ্দিক আনসারীর পরিবর্তে সেখ সিদ্দিক নথিভুক্ত হয়েছে। সফিরুন খাতুন পিতা-সিদ্দিক আনসারী ও সাফিরুন খাতুন পিতা- সেখ সিদ্দিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। চার্লস বাবেজ, ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর; ২। দঃ ভারতের কন্যাকুমারীতে, ১৮৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর; ৩। জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান কেপলার। জন্ম ১৫৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর; ৪। লুই পাস্তুর, ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ফ্রান্সের ডোলেতে; ৫। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, ১৯১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, অমল হোম সহ অন্যান্যরা; ৬। পারস্য, ১৯৩৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর; ৭। ১৯২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর, প্রিন্স অব ওয়েলস; ৮। ১৭৬০ সালের ২৯ ডিসেম্বর, দামোদরের তীরে, রাজার ১০০০ সৈন্য, ইংরেজদের ১১ জন সৈন্য; ৯। ১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। উৎপাদন শুরু ২৪.১.১৯৬০; ১০। ১৯৭৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি ফকরউদ্দিন আলি আহমদ; ১১। জ্যাক কার্তিয়ের, ১৪৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর; ১২। এলপিজি ক্রেতা বর্ষ, আগামী তিন বছরের মধ্যে সব ঘরে এলপিজি গ্যাস পৌঁছানো হবে।

পথই একমাত্র পথ

অরুণ মজুমদার

রাজপথ পথ নয়
কোথাও স্ট্রিট কোথাওবা
এ্যাভেনিউ নাম নিয়ে বহমান
মহার্ঘ আধুনিক শকট
আর আরো দ্রুততার বহর
চকিতে মিলিয়ে যায় দৃশ্যপট
বেবাক বিস্ময়ে থাকে অগোচরে

আলপথ গলিপথ
বরং সুবাসিত
স্বেদঘাম রক্তের আত্মীয় আঘ্রানে
এখানে রাংচিতা কলমীর বেড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কিসানি মায়েরা বোনেরা
ফুল্ল হৃদয়ে দেখে মিছিলের জীবন
এখানে আঘাত আসে বার বার
বার বার ফিরায় আঘাত
শিরদাঁড়া টান টান আদম সন্তান

এখানেই বরং কানে কানে
কথা কত শোনাও বারতা
অনাগরিক মিছিলের সখ্যে...

স্মরণ

(শংকর সরকারকে মনে রেখে)

মলয় রায়

একসাথে
পরপর উঠেছিলাম
বাসে। চলমান
সে বাসে পোঁটলা পুঁটলি ছিল
তত্ত্ব মদাদর্শের।

বেশ তো চলছিলাম
গল্প করতে করতে।
দুঃসময় তাড়াবার
পাঠ নিচ্ছিলাম বেশ।

একটু অন্যমনস্ক হতেই
কখন যে টুক করে
নেমে গেলেন
শংকরদা।

পড়ে রইলাম আমরা
রাতভাঙ্গা ভোরের পাখির মতো
হম্বিতম্বিহীন
সকালের প্রত্যাশায়।

চলে যাওয়া অনেক প্রিয় নামের মাঝে
থাকবেন আপনিও,
শংকরদা।

কাশ্মীরী শাল! কাশ্মীরী শাল!! কাশ্মীরী শাল!!!
মজিদভাই এখন বর্ধমানে
বর্ধমানে বসে হোলসেল দরে পাবেন
নানান কাজের কাশ্মীরী শাল
সফিউল্লা হাউস, ইসমাইল-এর বাড়ি, লস্করদিঘি, বর্ধমান।
যোগাযোগ : ৯৪৬৯৩১৮৯৩৫

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই
পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!
অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০টাকা
সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ
সমবায় ও মানবসভ্যতা
মূল্য : ৫০০টাকা
জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন
সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার
মূল্য :৭০টাকা
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন
গল্পসপ্ত
মূল্য : ৫০ টাকা
ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা
স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল্য : ৪০০ টাকা
পাওয়া যাচ্ছে
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা